একক ১২ ❐ ভারতীয় নাম (Indian Names) সমস্যা

গঠন

১২.১ প্রস্তাবনা
১২.২ সমস্যার উদ্ভব
১২.৩ সমস্যার প্রকৃতি
১২.৪ অনুশীলনী
১২.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ প্রস্তাবনা

গ্রন্থকার হিসাবে যদি ব্যক্তিনাম আখ্যাপত্রে মুদ্রিত থাকে তবে ব্যক্তিনামই গ্রন্থকার হিসাবে (author) গৃহীত হবে এবং ব্যক্তিনাম মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক (heading) রূপে ব্যবহৃত হবে—ক্যাটালগ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এ বিধি স্বীকৃত হয়েছে। সবগুলি ক্যাটালগ কোডের প্রাথমিক বিধি হিসাবে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ক্যাটালগ-কারের চোখে এই নিয়মটি আপাতদৃষ্টিতে সরল এবং সহজ কিন্তু ভারতীয় নাম (Indian names) শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিনাম হিসাবে ব্যবহৃত ভারতীয় ভাষার উৎস থেকে জাত শব্দসমষ্টি। ব্যক্তিনাম হিসাবে ব্যবহৃত শব্দসমষ্টির গঠন, সেই শব্দের পর্যায়ক্রম, নামের আদ্য-শব্দ ও আদ্য-বর্ণ নির্বাচন, মূল নামের একাধিক শব্দের বিন্যাস, পদবি বা পারিবারিক নামের এক বা একাধিক শব্দের বিন্যাস, নামের মধ্যে সম্মানজনক শব্দ অথবা উপাধির অন্তর্ভুক্তি, রোমান হরফে নামের বানানের বৈচিত্র্য, ব্যক্তিনামের একাধিক শব্দের মধ্যে মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক হিসাবে নির্দিষ্ট শব্দের নির্বাচন, যথাযথ শব্দবিন্যাসের দ্বারা শীর্ষকের গঠন, প্রভৃতি বিষয় মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক হিসাবে ব্যক্তিনামের ব্যবহার বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতীয় গ্রন্থকার নাম সমস্যা সম্পর্কে ক্যাটালগ কোডগুলি কোনো কার্যকরী সমাধান নির্দেশ করেনি।

১২.২ সমস্যার উদ্ভব

ভারতীয় খ্রিস্টানদের পাশ্চাত্য শব্দ দিয়ে গঠিত নাম সম্পর্কে সমস্যা নেই। কারণ পাশ্চাত্য শব্দগুলি সমগ্র পৃথিবীতে একই শব্দসমষ্টি ও বানানের দ্বারা নির্দেশিত হয়, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার নাম। অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার নাম সংখ্যাল্পতার জন্য খুব একটা সমস্যা সৃষ্টি করেনি। ক্যাটালগ কোডগুলিতেও ইংরেজি এবং ইউরোপীয় ভাষার নামের ক্যাটালগ করার বিস্তারিত নিয়মাবলি আছে। ভারতীয় মুসলমি নামের গঠন ও শব্দের পর্যায়ক্রম আরবি এবং পারসি নামের অনুরূপ। ক্যাটালগ কোডে এই বিষয়ে নিয়মবিধি দেওয়া আছে। প্রকৃত ও জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে ভারতীয় ভাষাসমূহের শব্দসম্ভূত নাম, তার গঠনরীতি, বিন্যাস ও বানানের জন্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লেখক সম্পর্কে সমস্যা এত জটিল নয়, কারণ এই নামগুলি ক্রমে বহু ব্যবহৃত পরিচিত নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের লেখকদের নামের গঠন ও বিন্যাসের জটিলতা প্রায় নাই বললেই চলে। আধুনিক নামগুলির ব্যবহার অত্যন্ত সমস্যামূলক হয়েছে ক্যাটালগ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে। গ্রন্থাগারগুলিতে আধুনিক গ্রন্থকারদের রচনা থাকে সর্বাধিক। ফলে সমস্যা জটিলতর হয়েছে।

ক্যাটালগ-কাররা সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় নাম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রধানত দুইটি কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সামগ্রিকভাবে নামের শব্দসমষ্টির কোনো সমতা, সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রম এবং রীতিগত মানের অভাব ; দ্বিতীয়ত, একই প্রদেশে বা ভাষায় শব্দের গঠন, বিন্যাস শব্দসমষ্টির ব্যবহার, বানান প্রভৃতিতে কোনো স্বীকৃত বহিরঙ্গ রূপ দেখা যায় না এবং নামগুলির ব্যবহারে কোনো সমতা নাই।

প্রাচীনকালে ব্যক্তিনাম হিসাবে মূল নাম (proper names) ব্যবহৃত হত। পদবি বা পারিবারিক নাম ব্যবহারের প্রয়োজন হত না। কারণ তখন গোষ্ঠী, বৃত্তি, বা উপাধিসূচক শব্দ উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত হয়নি। ব্যক্তি মূল নামের দ্বারা চিহ্নিত হতেন। যেমন, কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, হলায়ুধ প্রভৃতি।

মধ্যযুগে পদবি বা পারিবারিক নাম ব্যবহৃত হয়েছিল। বিশেষ করে মুসলমান সম্রাটেরা নানা পেশা, বৃত্তি, বিশেষ কাজের দায়িত্ব, বীরত্ব বা পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মানসূচক উপাধি প্রভৃতি বিতরণ করতেন এবং সেই উপাধিগুলি পারিবারিক সম্মান ও পরিচিতির স্মারক চিহ্নরূপে উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যবহৃত হত। ফলে মূল নামের সঙ্গে পারিবারিক পরিচিত ধীরে ধীরে যুক্ত হতে শুরু করল। কিন্তু মধ্যযুগে পদবি ব্যবহার করা হলেও মূল নামেই গ্রন্থকাররা পরিচিত ছিলেন। পদবির উপর ব্যক্তিপরিচয়ের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, যেমন, রঘুনন্দন মিশ্র, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, অদ্বৈত আচার্য, বৃন্দাবন দাস। মধ্যযুগের শেষদিকে পরবর্তী মোগল সম্রাটদের আমল থেকে পদবির নানা বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে এবং পদবির ব্যবহারও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। তবে পদবি ব্যবহৃত হত পারিবারিক পরিচয় দানের জন্য। ব্যক্তি নিজস্ব মূল নামেই পরিচিত হতেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে, বিশেষ করে উনিশ শতকে, ইউরোপীয়দের ভারতে বসবাস, বাণিজ্য অংশগ্রহণ, শাসনক্ষমতা প্রাপ্তি ও ভারতীয়দের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশার ফলে এবং ইংরেজরা দেশের শাসনকর্তা বলে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের ফলে এবং দৈনন্দিন মেলামেশার জন্য শাসকজাতি বলে ইংরেজদের প্রভাব ভারতীয়দের উপর বিস্তার লাভ করে। ফলে ভারতীয় নাম পাশ্চাত্য উচ্চারণ রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। পাশ্চাত্যে কোনো ব্যক্তি নিজ নামে পরিচিত হন না, পারিবারিক নামে পরিচিত হন। ইংরেজরা পারিবারিক নামে ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতেন বলে ভারতীয়রা ক্রমশ পারিবারিক নামে পরিচিত হতে শুরু করলেন। সেই রীতি ধীরে ধীরে ব্যাপকভাবে পরিচিত হল।

১২.৩ সমস্যার প্রকৃতি

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে যখন ইংরেজরা প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন তখন ভারতীয় নাম এক বিশেষ বহিরঙ্গ রূপ ধারণ করল। ইংরেজরা যেভাবে ভারতীয় নাম উচ্চারণ করতেন, ভারতীয়রা সেই রীতি অনুযায়ী নামের বানান ব্যবহার করতে শুরু করলেন। বানান পরিবর্তনের ফলে বর্ণের পরিবর্তন হল এবং নামগুলি ভিন্নরূপ ধারণ করল। শব্দের রূপটি এমনভাবে পরিবর্তন করা হল যেন শাসককুল ব্যক্তিনাম ও পদবি তাঁদের নিজস্ব রীতিতে উচ্চারণ করতে পারেন এবং লিখতে পারেন। নাম এবং পদবির রূপের এই পরিবর্তন এত ভিন্ন রূপ ও জটিল হয়ে গেল যে, অনেক ক্ষেত্রে সঠিক ভারতীয় নামের রূপটি সঠিকভাবে চেনা কঠিন হল। ব্যক্তি নাম ও পদবি উভয় ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছিল।

নামের বিচিত্র বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল—

সাতকড়ি—	Satkari	>	Satcowrie
হরিদাস—	Haridas	>	Hurrey Duss
লক্ষ্মীপদ—	Lakshmipada	>	Lachhmipada
আঢ্য—	Adhya	>	Addie
দত্ত—	Datta	>	Dutt
মিত্র—	Mitra	>	Mitter
চন্দ্র—	Chandra	>	Chunder
গোস্বামী—	Goswami	>	Gossain

অনেক নামের বানানে অভিনবত্ব ও স্বকীয়ত্ব আনার জন্য নামের বানানের পরিবর্তন করেছেন রোমান হরফে। সাধারণ বানান পদ্ধতি ব্যবহার না করে বিভিন্ন ধরনের বানান ব্যবহার করেছেন। যেমন,

অমিয়কুমার—Omeo Coomer

উমেশচন্দ্র—Woomesh Chunder

অর্ধেন্দুকুমার—Ordhendu Coomer

অনাথনাথ দেব—Onauth Nauth Dev

অনিল গুপ্ত—Oneil Gooptoo

বহু ক্ষেত্রে একাধিক বানান প্রচলিত আছে রোমান হরফে। যেমন,

রায়—Ray, Roy, Rai

দেব—Dev, Deb

দে—Dey, De

চৌধুরী—Choudhuri, Chowdhuri, Choudhury.

দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে নাম বা পদবির এই ধরনের পরিবর্তিত রূপ সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে। বাংলা উচ্চারণ যা-ই হোক না কেন ইংরেজি রূপটি স্বীকৃত হয়েছে। যেমন,

ঠাকুর—Tagore (একটি বিশেষ পরিবারের ক্ষেত্রে)

মুখোপাধ্যায়—Mukherjee

গঙ্গোপাধ্যায়—Ganguli

সাধারণত হিন্দু নাম দুই অংশে বিভক্ত। একটি ব্যক্তিনাম এবং অন্যটি পদবি বা পারিবারিক নাম। ব্যক্তিনাম অনেক সময় দুইটি শব্দের সমষ্টি হয়। কখনও দুইটি শব্দ একত্রে থাকে, কখনও পৃথকভাবে লিখিত হয়। কিন্তু এই রীতিও ভারতবর্ষের সর্বত্র একইভাবে অনুসৃত হয় না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি একই অঞ্চলে রাজ্যভেদে একই শব্দের উচ্চারণ ও বানানের পরিবর্তন ঘটে। একই রাজ্যের ভাষা ও উপভাষার পার্থক্যে শব্দের আকারের ও উচ্চারণের পার্থক্য হয়। তৎসম শব্দও ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন হরেকৃষ্ণ শব্দটি রোমান অক্ষরে লিখিত হলে তিনটি ভাষায় তিন প্রকারের রূপ গ্রহণ করবে। যেমন,

বাংলা ভাষায়—Harekrishna

ওড়িয়া ভাষায়—Harekrushna

হিন্দি ভাষায়—Harkissen

তিনটি ভাষায় নামের রূপ একই কিন্তু বাঙালি হলে এক ধরনের বানান, ওড়িশার অধিবাসী হলে অন্য বানান এবং হিন্দিভাষী হলে বানান পৃথক হবে। ফলে একই নামের লেখকের রচনা ক্যাটালগে, বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্থানে বিন্যস্ত হবে। উপভাষা এবং আঞ্চলিক প্রভাবে একটি বর্ণের উচ্চারণ অন্য বর্ণের অনুরূপ হয়। বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে 'স'-এর উচ্চারণ 'হ'-এর মতো হয়। ফলে 'সোম' পদবিটি 'হোম' উচ্চারিত হয়। পরবর্তীকালে পরিবর্তিত রূপটি প্রচলিত ও স্বীকৃত হয়ে যায়।

অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যার্জন করার পর যে উপাধি দান করা হয় সেই উপাধি ব্যক্তিনামের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যবহার করা হয়। অনুরূপভাবে সম্মানজনক উপাধি, পাণ্ডিত্য ও মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রদত্ত উপাধি ব্যক্তিনামের সঙ্গে যুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রে পদবি বা পারিবারিক পরিচিতিজ্ঞাপক স্মারক শব্দ ব্যক্তিনামের সঙ্গে যুক্ত হয় না এবং ব্যক্তি পদবির দ্বারা পরিচিত হন না। পদবির অভাব মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক নির্বাচনে সমস্যার সৃষ্টি করে। যদি মূল পদবি ব্যবহার করা হয় পাঠক সেই গ্রন্থকারের যথার্থ পরিচয় পাবেন না। যেমন,

বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র। লেখক পরিচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ইংরেজি বানান বর্তমানে লেখা হয়

Iswar Chandra Vidyasagar

কিন্তু তাঁর জীবিতকালে লেখা হত

Eswar Chunder Bidyasagur

কোন্ বর্ণানুক্রমে পাঠক ক্যাটালগ এন্ট্রি সন্ধান করবেন? লেখকের সমসাময়িক কালে সম্মানসূচক উপাধিগুলি বহু ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিনামের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের লেখা মুদ্রিত গ্রন্থের আখ্যাপত্রে পারিবারিক পদবির পরিবর্তে উপাধিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে এবং নামের সেই রূপটি ব্যাপকভাবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে। ফলে পাঠক ক্যাটালগে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত রীতি অনুযায়ী সন্ধান করবেন। এই উপাধিগুলি ব্যক্তিনামের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। যেমন,

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

এইভাবে কাব্যতীর্থ, পঞ্চতীর্থ, সপ্ততীর্থ, শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্যক্তিনামের শেষ অংশ অথবা পদবির ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গ্রন্থকাররাও সেইভাবে পরিচিত হন।

ব্যক্তিনামের প্রথম অংশ নিয়েও সমস্যা আছে। সাধারণভাবে নামের পূর্বে সম্ভ্রমসূচক 'শ্রী' ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে শ্রী ব্যক্তিনামের অংশ নয়। ক্যাটালগ এন্ট্রির ক্ষেত্রে Mr.-এর অনুরূপ বলে ব্যক্তিনামের শীর্ষকে শ্রী

ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শ্রী ব্যক্তিনামের অঙ্গ। সেক্ষেত্রে শ্রী ব্যক্তিনাম থেকে বাদ দেওয়া যায় না। যেমন, শ্রীকুমার, শ্রীশচন্দ্র, শ্রীজীব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমন নারায়ণ প্রভৃতি। কুমার ও কৃষ্ণ ব্যক্তিনাম হতে পারে, আবার শ্রীকুমার ও শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিনাম হতে পারে। কোন্‌টি প্রকৃত ব্যক্তিনাম, তা ক্যাটালগারের পক্ষে সবসময় সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন জাতির পক্ষে একই পদবি ও শব্দ বিভিন্নভাবে উচ্চারিত ও লিখিত হয়। যদিও কতকগুলি শব্দ পদবি হিসাবে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন উপভাষায় তার উচ্চারণ, বানান ও লেখার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পদবির দুইটি রূপ পাশাপাশি প্রচলিত থাকে। একটি মাতৃভাষাসম্মত রূপ এবং অন্যটি পাশ্চাত্য উচ্চারণের উপযোগী রূপ। এইসব ক্ষেত্রে দুইটি রূপই শুদ্ধ কিন্তু ক্যাটালগরা কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ রূপটি গ্রহণ করবেন সেই সমস্যা থাকে। পাশ্চাত্য উচ্চারণের উপযোগী পদবির একাধিক বানান প্রচলিত থাকলে কোন্ বানানে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস ব্যবহৃত হবে, এই বিবেচনা সমস্যাকে জটিলতর করে। একই শব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয় ও তাদের বানানেরও পার্থক্য থাকে। বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে সে-ও এক সমস্যা। কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল,

একই পদবি ও শব্দের বিভিন্ন রূপ—

দাঁ—Dan, Daw, Dawn

সাহা—Saha, Shaw

আঢ্য—Adhya, Addhya

আচার্য—Acharya, Acharyya

ভৌমিক—Bhaumik, Bhawmick

বর্মন—Barman, Burman

নায়েক—Naik, Nayek

বড়ুয়া—Barua, Barooah

মাতৃভাষা রূপ ও পাশ্চাত্য রূপ

Mukhopadhya—Mukherji, Mukherjee,

Bandopadhyay—Banerjee, Banerji

Gangopadhyay—Ganguli

ক্যাটালগ প্রস্তুত করার সমস্যা খুবই জটিল হয় যখন দেখা যায় মুখার্জি ও ব্যানার্জি-পদবিযুক্ত গ্রন্থকারেরা বহু রকমের বানান ব্যবহার করেন একই পদবির জন্য।

বাংলায় পদবিও একটি শব্দে লেখা যায় এবং সেই পদবি দুইটি শব্দে লেখা যায়। যেমন, সেনগুপ্ত > সেন গুপ্ত, দত্তগুপ্ত > দত্ত গুপ্ত। পদবি বসু হতে পারে, রায় হতে পারে, চৌধুরী হতে পারে এবং বসু রায়চৌধুরী হতে পারে, চক্রবর্তী হতে পারে, চক্রবর্তী বিশ্বাস হতে পারে। কুমার এবং চন্দ্র ব্যক্তিনামের প্রথম শব্দ হতে পারে, ব্যক্তিনামের দ্বিতীয় অংশ হতে পারে এবং পদবি হতে পারে। নামের এই বিভিন্ন রূপ ও ব্যবহার ক্যাটালগ এন্ট্রির শীর্ষকের নির্বাচন এবং গঠনে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে।

উত্তরভারতে জাতি এবং বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বিভাগের নাম ব্যক্তিনামের পরে যুক্ত করা হয়। জাতি বা বর্ণের নাম ব্যক্তির নামের শেষ শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে জাতি বা বর্ণের নাম পদবি বলে ভুল হতে

পারে। ক্যাটালগ কোডের নির্দেশ যে ব্যক্তির নামের শেষ শব্দের শিরোনামে মুখ্য এন্ট্রি প্রস্তুত করতে হবে। উত্তরভারতের নামের ক্ষেত্রে আর এক ধরনের বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। বর্তমানে যা খুবই প্রকট। যাঁদের নামের শেষে জাতি বা জাতির শাখার নাম পদবি বা পদবির মতো ব্যবহার করা হত তারা ব্যক্তিনামের পর সেই অংশটি একেবারেই বাদ দিয়েছেন। ফলে কেবল ব্যক্তিনামেই পরিচিত হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিনামের দুইটি অংশ আছে। ফলে স্বভাবতই ক্যাটালগারদের ধারণা হতে পারে যে ব্যক্তিনামের দ্বিতীয় অংশ পদবি। এক্ষেত্রে সমস্যা হয় দ্বিমুখী। প্রথমত, যদি ব্যক্তিনামের দ্বিতীয় অংশের শব্দ মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে ক্যাটালগ কোডের বিধি অর্থাৎ নামের শেষাংশ মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক (পদবির বিকল্প) হয় ঠিকই, কিন্তু এই ধরনের মুখ্য এন্ট্রি অপ্রাসঙ্গিক এবং অর্থহীন হবে। দ্বিতীয়ত, যে গ্রন্থকার তাঁর পদবি বা জাতিনাম বর্জন করেছেন, তাঁর গ্রন্থের মুখ্য এন্ট্রির ক্ষেত্রে যদি পদবি বা জাতিনামের শিরোনামে সেই গ্রন্থকারের গ্রন্থ সন্ধান করতে আসবেন না। ফলে সেই মুখ্য এন্ট্রি নিরর্থক হবে। গ্রন্থকার হিসাবে রাজেন্দ্রপ্রসাদের রচনার মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তুত করা নিরর্থক।

প্রসাদ, রাজেন্দ্র অথবা আগরওয়াল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ পদবি বা জাতিনাম বর্জন করলে ক্যাটালগারকে এইভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে ক্যাটালগ কোডের বিরুদ্ধাচরণ করে ব্যক্তিনামে অর্থাৎ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—এই শীর্ষকে মুখ্য এন্ট্রি প্রস্তুত করতে হবে। উত্তরভারতের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা হচ্ছে একই গ্রন্থকার ছদ্মনামে গ্রন্থ রচনা করেন, স্বনামে গ্রন্থ রচনা করেন এবং পরবর্তীকালে স্বনাম এবং ছদ্মনাম একই সঙ্গে ব্যবহার করেন। ছদ্মনাম নামের শেষে থাকে বলে পদবি হিসাবে ভ্রম হতে পারে। যেমন—সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী, 'নিরালা', ফণীশ্বর নাথ 'রেণু', প্রভৃতি। পশ্চিমভারতে ব্যক্তিনামের অংশ দুইটি। প্রথমটি ব্যক্তির নিজস্ব নাম এবং দ্বিতীয়টি ব্যক্তির পিতার নাম। নামের দ্বিতীয় অংশটি ব্যক্তিনামের দ্বিতীয় অংশ নয় অথচ তিনি সেই দ্বিতীয় নামসহ পরিচিত হন। এবং নামের সংক্ষিপ্তকরণে দ্বিতীয় নামের আদ্যক্ষর ব্যবহার করেন। যেমন—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। গান্ধি পদবি বা পারিবারিক নাম কিন্তু তিনি স্বাক্ষর করতে গিয়ে লেখেন মো. ক. গান্ধি। দ্বিতীয় অংশটি তাঁর নিজস্ব নয়, পিতার নাম। অনেকে পিতৃনাম বর্জন করেন নিজ নামের ক্ষেত্রে। যেমন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির পুত্র লিখতেন দেবদাস গান্ধি। অনেকক্ষেত্রে যুগ্ম পদবির ব্যবহার দেখা যায়। পশ্চিমভারতে অনেক ক্ষেত্রে পদবির ব্যবহার হত না। পরবর্তীকালে পারিবারিক পরিচয় বা পদবি গ্রহণের ক্ষেত্রে বৃত্তি বা অন্যভাবে বৃত্তিমূলক নাম ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, কনট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট ইত্যাদি।

দক্ষিণভারতীয় নামের ক্ষেত্রে নামের অনেকগুলি অংশ থাকে। যেমন, গ্রামের নাম, গৃহদেবতার নাম, পিতৃনাম, পারিবারিক নাম। সব ক্ষেত্রে নামের এই অংশগুলি সমভাবে ব্যবহার করা হয় না। এটিও একটি সমস্যা। তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রথমে থাকে পূর্বপুরুষদের গ্রামের নাম, তার পরে যথাক্রমে জন্মস্থান, পিতার নাম, নিজস্ব নাম এবং শেষে পদবি। এই পর্যায়ক্রমের রীতিও সব সময়ে বিধিবদ্ধ থাকে না। পদবি বর্জন করলে নামের শেষাংশে নিজস্ব নাম থাকে। তেলগু এবং মালয়লম ভাষাভাষী অঞ্চলে গ্রাম বা গৃহের নাম, ব্যক্তিনাম, পদবি বা জাতিনাম থাকে। অনেক সময়ে নাম ও পদবি সংক্ষিপ্তকরণ হয়ে গ্রামের নামে ব্যক্তি পরিচিত হন। কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চলে স্থাননাম, ব্যক্তিনাম ও পারিবারিক নাম মিলিয়ে ব্যক্তি পরিচিত হন। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিনামই তাঁর পরিচিতির শিরোনাম।

শিখ নামের পর সিং শব্দ ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে সিং পদবি বা পারিবারিক নাম নয়। ব্যক্তিনামের অংশবিশেষ। সুতরাং পদবি হিসাবে সিং—এই শীর্ষকে মুখ্য এন্ট্রি করা যাবে না। বিষেণ সিং বেদী—এই নামের ক্ষেত্রে পদবি বেদী, সিং নয়। পাঞ্জাবি হিন্দুর ক্ষেত্রে নামের দুইটি অংশ থাকে কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি পদবি বা পারিবারিক পরিচয় নয়। যেমন—মুরলীধর, তারাচাঁদ, দেবকীনন্দন।

সাধারণভাবে ভারতীয় নামগুলির শীর্ষকে ক্যাটালগ করার সমস্যার উৎস, কারণ, প্রকৃতি স্বরূপ এবং পটভূমি বিবেচনা করলে বোঝা যাবে এই সমস্যার মূল কত গভীরে এবং কত জটিল ও বহুমুখী। সমস্যাগুলির কতকগুলি সাধারণ সূত্র নির্দেশিত হল—

১. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষাভেদে, ঐতিহ্যগত কারণে, গ্রন্থকারদের নিজস্ব ব্যবহার বিধির জন্য বিভিন্ন ধরনের নামের আকার ও ধরন গ্রন্থকারদের নামের গঠনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে।

২. একই অঞ্চলে নামের গঠনরীতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে।

৩. ভাষা অনুযায়ী নামের গঠন ও শব্দসমষ্টি পৃথক পৃথক হতে পারে।

৪. উপভাষা অথবা স্থানীয় ভাষায় এক বর্ণ অন্য বর্ণরূপে উচ্চারিত হবার ফলে বর্ণ অনুযায়ী শব্দের গঠনে পার্থক্য দেখা যায়।

৫. ভারতীয় ব্যক্তিনাম কেবল মূল নাম নির্ভর (proper name) নয়। যে-কোনো উৎস বা পরিচিতি থেকে এক বা একাধিক শব্দ মূল নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যক্তিনাম গঠিত হয়।

৬. ব্যক্তিনামের এই গঠনরীতি অঞ্চল, ভাষা, জাতি, সময়কাল এবং ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করে।

৭. ব্যক্তিনামের শব্দসমষ্টির ক্রমপর্যায় এবং শব্দগুচ্ছের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা ভারতের সর্বত্র অনুরূপ নয়।

৮. অনেক ক্ষেত্রে সম্মানসূচক উপাধি ব্যক্তিনামের অংশ হিসাবে গণ্য হয় এবং পদবির স্থান গ্রহণ করে।

৯. ব্যক্তিনাম, পদবির অবস্থান এবং পর্যায়ক্রম সব ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে সমতা রক্ষা করে না।

১০. পাশ্চাত্য দেশগুলিতে নাম ও পদবির গঠনে, পর্যায়ক্রমে এবং বানানে যে সমতা ও গঠনরীতির মান রক্ষা করা হয়, ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে সেইগুলি অনুপস্থিত।

১১. অঞ্চল, ভাষা, উপভাষা, ব্যক্তিগত পছন্দ এবং উচ্চারণভেদে একই শব্দের গঠনে বর্ণ ব্যবহারের পার্থক্য ঘটে। ফলে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

১২. ভারতীয় লিপির রোমান হরফে লিপ্যন্তর করা এক গুরুতর সমস্যা। শ, ষ, স ; ন ও ণ, অন্তস্থ ব এবং বর্গীয় ব, ঞ্জ, জ্ঞ, জ্ঞা, ঁ, ং প্রভৃতি গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে।

ভারতীয় ব্যক্তিনাম ক্যাটালগ করার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ভারতীয় ব্যক্তিনাম ক্যাটালগ করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১. গ্রন্থকারের সময়কাল উনিশ শতকের প্রথমার্ধের, পূর্বে কিনা।

২. গ্রন্থকারের জন্মস্থানের অঞ্চল, অর্থাৎ পূর্বভারত, উত্তর-পূর্বভারত, উত্তরভারত (বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব), মধ্য ও পশ্চিমভারত, দক্ষিণভারতের বিভিন্ন অঞ্চল প্রভৃতি।

৩. গ্রন্থকারের পরিচিতির বৈশিষ্ট্য। তিনি সম্মানসূচক উপাধি নামের অংশ হিসাবে ব্যবহার করেন কি না। তিনি পদবি বর্জন করেছেন কি না। তিনি স্বনাম এবং ছদ্মনাম একত্রে ব্যবহার করেন কি না। তাঁর ব্যক্তিনাম গঠনের রীতি। তিনি কোন্ নামে পরিচিত হতে চান। তিনি নামের কোন্ বানান ব্যবহার করেন।

৪. মূল গ্রন্থ রচনার ভাষা এবং গ্রন্থকারের মাতৃভাষা।

ভারতীয় ব্যক্তিনামের অধীনে ক্যাটালগ করতে হলে উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা খুবই প্রয়োজন। ভারতীয় নামের সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করলে একটা অবস্থা সুস্পষ্ট হয় যে, ভারতীয় নামগুলির জন্য বিশেষ রীতিপদ্ধতি ব্যতীত প্রচলিত ক্যাটালগ কোডের দ্বারা ভারতীয় নামের এন্ট্রির সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক ক্যাটালগ কোডগুলিতে ভারতীয় নামের যে নিয়মবিধি আছে সেগুলি অসম্পূর্ণ এবং ভারতীয় নামের এন্ট্রি সম্পর্কে যথাযথ এবং সামগ্রিক নির্দেশ দেওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত। ভারতীয় নাম সমস্যার জটিলতা এবং গভীরতা সেই কোডগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি।

অ্যাংলো-আমেরিকান ক্যাটালগিং রুল্‌স্‌-এর দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৭৮) মধ্যে ভারতীয় নাম সম্পর্কে যে বিধিনিয়ম আছে সেগুলি ভারতীয় নাম সমস্যার পক্ষে অনুপযুক্ত কারণ সামগ্রিক সমাধান পাওয়া যায় না। বিধিসংখ্যা 22.25A, 22.25B, 22.25 B1, 22.25B2, এবং 22.25B ও ভারতীয় নাম সমস্যার বিপুলতাকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম নয়।

প্রাথমিকভাবে ভারতীয় নামের সমস্যা প্রধানত বানান সমস্যা। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং ভাষা ও উপভাষার প্রভাবে একই শব্দের বানান বহুরকমের হলে এন্ট্রিগুলি বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে পাশাপাশি রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে, পাঠক ও ব্যবহারকারীর পক্ষে নামের বিশেষ রূপটি অনুমান করা সম্ভব নয়। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নামের যে রূপটি মুদ্রিত হয়েছে তাকে পরিবর্তন করার অধিকার ক্যাটালগারের নেই। পদবি হিসাবে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের মোটামুটি ইতিহাস আছে এবং ভাষাতাত্ত্বিক উৎস বা রূপ আছে। সেক্ষেত্রে পদবিগুলির ভাষাতাত্ত্বিক রূপের ভিত্তিতে একটি বিশেষ পদবির বিভিন্ন রূপের মধ্যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য স্বীকৃত রূপ যদি গ্রহণ করা যায় এবং ক্যাটালগে ব্যবহার করা যায় তবে সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি নামের বানানের যথেচ্ছ ব্যবহার দেখে, সেই সমস্যা সমাধানের জন্য ও বানানের সমতা আনার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। যে পরীক্ষার্থীরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় পাস করত তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকর্ড রাখার জন্য বিভিন্ন রূপের মধ্যে নামের একটি ভাষাতত্ত্বসম্মত রূপ গ্রহণ করা হত এবং সেই রূপটি ব্যবহার করা হত বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের জন্য। এর ফলে নামের রূপে ও বানানে সমতা রক্ষা করা হত। এখনও এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। আর একটি পদ্ধতি হল টেলিফোন ডাইরেক্টরির মতো পদ্ধতি। নাম ও বানানের বিভিন্ন রূপ এক জায়গায় উল্লেখ করে এবং তাদের রূপভেদেরে পরিচয় দিয়ে তারপর বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস করা হয়। এর ফলে ব্যবহারকারীদের সুবিধা হয়। এই দুটি পদ্ধতিই একমুখী। গ্রন্থাগার ক্যাটালগ বহুমুখী সর্বার্থসাধক। কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থা যেমন সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরি, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউশন অথবা অন্য কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ক্যাটালগ কোড যখন ভারতীয় নাম সমস্যা সমাধানে বিশেষ য-বান হচ্ছে না তখন ভারতীয় সংস্থাকে সমস্যার সমাধানে য-বান হতে হবে এবং নেতৃত্ব দিতে হবে। এই বিষয়ে সচেতনতার প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

১২.৪ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন—

১। ভারতীয় গ্রন্থকারদের গ্রন্থ ক্যাটালগ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

২। ভারতীয় গ্রন্থকারদের গ্রন্থ ক্যাটালগ করার সমস্যাগুলির কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৩। ক্যাটালগ কোড ভারতীয় নামগুলির ক্ষেত্রে যথাযথ নির্দেশ দিতে পারে না কেন ?

১২.৫ গ্রন্থপঞ্জি

1. Escreet, P. K .: Introduction to the Anglo-American Cataloguing Rules, 1974.
2. Hoffman, Christe F. B. : Getting Ready for AACR-2 : The Cataloguer's Guide, New York, Knowledge Industry Publication, 1980.
3. Bakewell, K. G. B. : A Manual of Cataloguing Practice, Oxford, 1972.
4. Taylor, M. : Fundamentals of Practical Cataloguing, 1963.
5. মহাপাত্র, পীযূষকান্তি : ক্যাটালগ তত্ত্ব, ৩য় সংস্করণ, ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১৯৯৮।